82

8-2-521

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড নিবেদিত

প্রতীক্ষা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত

কাহিনী : প্রতিমা দেবী :: গীতিকার : শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালনা : অনুপম ঘটক

চিত্রশিল্পী	: বিজয় ঘোষ	শব্দযন্ত্রী	: সুনীল ঘোষ
সম্পাদনা	: কমল গাঙ্গুলী	শিল্পনির্দ্দেশ	: সত্যেন রায় চৌধুরী
দৃশ্যসজ্জা	: সুধীর খান	রূপ সজ্জা	: বসির আমেদ
ব্যবস্থাপনা	: তারক পাল	কর্ম্মসচিব	: বিমল ঘোষ
স্থিরচিত্র	: ষ্টিল ফটো সার্ভিস	চিত্রপরিস্ফুটন	: ইউনাইটেড সিনে লেবরেটরী
যন্ত্রসঙ্গীত	: সুরশ্রী অরকেষ্ট্রা		

সহকারীগণ :

পরিচালনায় :	বিভূতি চক্রবর্ত্তী রমেন মুখোপাধ্যায়	চিত্রশিল্পে	: বৈদ্যনাথ বসাক অমল দাস
সঙ্গীতে	: হীরেন ঘোষ	সম্পাদনায়	: পঞ্চানন চন্দ্র রঞ্জিত রায়
শব্দযন্ত্রে	: ঋদ্ধি ভট্টাচার্য, ধীরেন কুণ্ডু		
রূপসজ্জায়	: বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে	ব্যবস্থাপনায়	: সুবোধ পাল

দৃশ্যসজ্জায় : গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, অমল বেরা

আলোকসম্পাতে : সুধাংশু ঘোষ, শম্ভু ঘোষ, নারায়ণ চক্র, নন্দমল্লিক,

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নিওন রিফ্লেকটো লাইট কোং

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশক : ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

৮১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

কাহিনী

ছোট ভাই রবীন্দ্র বোস যেদিন 'চরণধ্বনি' উপন্যাস লিখে সাহিত্য জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল, সে দিন বড় ভাই শশির চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ হয়নি।

সওদাগরী অফিসের কেরানী। প্রতি শনিবার দেশে না গেলেই নয়। তবু রবির সম্বর্ধনা সভায় হাজির হবার লোভটা সে কোনমতেই সংবরণ করতে পারলো না। ঘন ঘন হাততালির মাঝে রবিকে যখন অভিনন্দিত করা হ'ল তখন উচ্ছসিত আনন্দ চাপতে চাপতে নিঃশব্দেই সে রেশন ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল এবং সোজা গিয়ে ট্রেনে চেপে বসল।

সারা গ্রামময় সুখবরটা ছড়াতে ছড়াতে সে যখন বাড়িতে এসে পৌছুল, তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেছে। স্ত্রী আভা ছুটে এল অনুযোগ করতে। কিন্তু সুখবরটা শুনে চোখ দিয়ে তার আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল; কারণ এই দেবরটিকে ছোট ভায়ের মতই মানুষ করেছে সে এবং রবির এই খ্যাতিলাভে তার নিজের দান বড় কম নয়।

কিন্তু খবরটুকু পাওয়ার পর রবির বাবা অনাদি বোস রীতিমত অধীর হয়ে উঠলেন। পূর্ব্ব পুরুষ কবি সদানন্দ সোণার যে দোয়াত-কলম তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন এতদিন তা অভিশাপের বোঝা হয়েই চেপেছিল তাঁর জীবনে। কে জানে রবি তার মর্য্যাদা রাখতে পারবে কি না! তাই রবি যেদিন যশের মালা নিয়ে দেশে ফিরলো, সেদিন সব সঙ্কোচ দূর ক'রে তিনি দোয়াত-কলমটা তুলে দিতে গেলেন তার হাতে; কিন্তু তার আগেই নিস্প্রাণ দেহটা তাঁর লুটিয়ে পড়ল ছেলেদের হাতের মাঝে।

বাপের মৃত্যুর পর শশিনাথ সপরিবারে সহরে চলে এসে 'রাসু বামণী'র দোতলা ভাড়া নিল। রাসমণির বাইরের রূপটা ছিল অত্যন্ত কঠোর কিন্তু অন্তরটা যে কত কোমল ছিল সেটা জানা গেল সেদিন, যেদিন রবির দ্বিতীয় উপন্যাস 'বনস্পতির অভিশাপ' প্রকাশিত হল।

বৌদি আভাও যেন এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করছিল। দেবরকে আশীর্ব্বাদ করে বলল—"আর কোন ওজর আপত্তি শুনছি না ভাই, আমি আজই রেবাকে চিঠি লিখে দিই আসতে।"

রেবা তার মাসতুতো বোন। পাটনায় থাকে। এককালে রবির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। দেখা সাক্ষাৎ আর হয়নি বটে, কিন্তু আভা তার মাসিমা-মেসোমশাইকে ব'লে বিয়ের কথাটা প্রায় পাকাপাকিই করে রেখেছে। তাই আজ যখন বৌদি সেই ইঙ্গিতটাই করল, তখন রবি পরিহাস তরল কণ্ঠে ব'লে উঠল—"রক্ষে কর বৌদি! শুনেছি তিনি যে রকম সাংঘাতিক বিদুষী আর নির্ম্মম সমালোচক....."

একটা ভুল রবি করেছিল। রেবার চেয়েও নির্ম্মম সমালোচক যে থাকতে পারে, এটা বোধ হয় সে ভাবতে পারেনি। পারল সে দিন, যে দিন 'বনস্পতির অভিশাপ'এর নিন্দায় সকলে মুখর হয়ে উঠল।

বান্ধবী ব'বি'দের বাড়ীতে সাহিত্যিকদের যে মজলিশ বসত, সেই খানে প্রথিতযশা লেখক নিবারণ চক্রবর্ত্তী উপদেশ দিলেন—'মদ ধর রবি, নইলে কাগজের পাতায় লেখার ফুলঝুরি ঝরবে কেন?' বিখ্যাত সমালোচক বিভাস চৌধুরী বললেন—'লেখায় তোমার একঘেয়েমি এসে যাচ্ছে, রবি। মদ খাও, জীবনের পুঁজি বাড়াও।'

রবি বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তাই বাব্‌লির দেওয়া মদের গ্লাস স্পর্শ না করেই ফিরে এল সে। কিন্তু আত্ম বিশ্বাস হারাতে তার দেরি হ'ল না।

'বনস্পতির অভিশাপ' এর প্রথম সংস্করণ বিক্রী হ'তে তিন মাস সময়ও লাগেনি ; অথচ দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাতে কেন যে প্রকাশক রাজি হ'লেন না এটা বরাবর তার কাছে রহস্য হ'য়েই ছিল। কিন্তু যে দিন সে জানতে পারল তার দাদাই নিত্য বাজারের থলে ভ'রে সেগুলো কিনে এনে সিন্দুকজাত করেন, সেদিন চরম আঘাত পেল সে। অভিমানভরেই ছুটে গেল "নিধুবনে"। ম্যানেজার ভটচাজ্‌কে গিয়ে বলল, "আমি সেইটুকু নেশা করতে চাই, যাতে জীবনের পুঁজি বাড়ে!"

ভট্‌চাজ্‌ হেসে বললেন, "হাতেখড়ি বুঝি ?"

কিন্তু সেদিন সত্যিকারের হাতেখড়ি হলেও, মদের নেশা ক্রমে জারক লেবুর মতই রবিকে জরিয়ে আনল। দাদা, বৌদি জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কি করে তাতে শোধর'নো যায় ভেবে না পেয়ে রেবাকে তার করল আসবার জন্য।

রেবা এসে পৌঁছুল, তবে একটু দেরীতে। তার আগেই সস্ত্রীক শশিনাথ দেশে রওনা হ'য়ে গেছে, কারণ বাড়ীতে পূজো। রবি একা ছিল, তাও মাতাল অবস্থায়। রেবা ঠিক এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না ; তবু এক সময় রাশটা নিজের হাতে তুলে নিতে বাধল না তার। হাত থেকে ধীরে ধীরে মদের পেয়ালাটা কেড়ে নিল সে।

হার মানলো রবি ; হার মেনে ধন্য হ'ল সে। হয়তো জীবনে আর কোন দিন সে মদ স্পর্শও করত না, যদি না রেবার মায়ের কাছ থেকে আসত রূঢ় আঘাত। অন্ধ অভিমানে আবার ছুটে গেল সে "নিধুবনে"। আঘাতের বেদনা ভোলবার জন্যেই তুলে নিল মদের পেয়ালা।

এর পর থেকেই হতভাগ্যের জীবনে শুরু হ'ল সুরা ও নারীর দ্বন্দ্ব। শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ল কে, কবি সদানন্দের কলমের মর্য্যাদা রবি রাখতে পারলো কি না, বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তারই পরিচয় দেবে—**সঞ্জীবনী**।

সঙ্গীত

(১)

কোন স্বপনে তার বাজলো বাঁশী
আমার মন বনছায়—
আলোয় যে ঝলমল, শিশির এ ছলমল,
হৃদয় যে টলমল হায়!

করবী কি যেন কয়—চাঁদ বলে শুনেছি,
সারা নিশি আলো দিয়ে ভালবাসা বুনেছি

কাঁপে ফুল থর থর, মাধুরী যে ঝর ঝর—
আনন্দ মধুকর সে কি চায়!

আমার স্বপন নিয়া ফাগুণ কি যায় বলি
যৌবন বনে শুনি বিহঙ্গ কাকলি—
চিকন পত্রের নূপুর নিক্কনে
কি মোহে বাজে সুর পরাণ আন্দোলি!

অনুখন দিন গণি জলবীনা ধ্বনিয়া
কোন গানে তটিনির ঢেউ ওঠে রনিয়া
নদী বলে সুরে সুরে—
সাগর সে কত দূরে.....
কোথা সেই বন্ধুরে হিয়া পায়!

(২)

জীবনের রসে ভরা পেয়ালা ফুরায়ে
যদি বা যায় প্রিয় হে—
জানি যে পিয়াসি হে ক্ষনিকের এ খেলা
পিয়ো হে পিয়ো হে পিয়ো!

আঙ্গুরের খুন এ যে লাল লাল
আজ আছি—কি জানি কি হবে কাল
আয়ু পথে মুসাফির আমি আর তুমিও—
পিয়ো হে পিয়ো হে পিয়ো॥

গোলাপের দিন এলো—পাখী গায়
তবু শিশিরের ঝরা সুর শোনা যায়
পরাণের সুধা হায় না চাহিতে যে ফুরায়
ব্যথা ভরা মরণের পেয়ালায়॥

সাকী বলে আজ আছে রাঙ্গা প্রাণ
যৌবন বুল বুল গাহে গান
সুধা আছে ক্ষুধা কেন বল বল হে প্রিয়—
পিয়ো হে পিয়ো হে পিয়ো॥

আমার ভালো বাসাতে আর
তোমার ভাল লাগাতে—
মন দেয়ালীর পেয়ে সাড়া
চোখ মেলেছে লক্ষ তারা
চমকে আলো ঝলমলিয়ে
রাত ময়ূরের পাখাতে ॥

চাঁদের বেনু বাজে এবার
চাঁপা তুমি শুনছ কি—
পাপড়িতে যে কাঁপন লাগে
তাল গুলি তার শুনছ কি ?
আকাশ মাটি স্বপন দেখে
রাতের বাসর জাগাতে ॥

মেঘে মেঘে আঘাত লাগে বিদ্যুতেরে পাই,
প্রদীপ বলে আগুণ বিনে অন্ধ হয়ে যাই —
বীণা বলে বাজবো সুরে
সেই সে মধুর আঘাতে ॥

পথিক হাওয়া শুধায় সুরে
গোলাপ কলি ফুটবে না—
গন্ধ মধু কাঁদছে বুকে লাজের
বাঁধন টুটবে না—
চাইলো গোলাপ একটি ভ্রমর
একটি ফাগুন রাঙ্গাতে !

স্বপ্ন আমার সফল হল মধুর আমার রাত্রি এ—
পেয়েছি আজ, পেয়েছি আজ,
জীবন পথের যাত্রী রে !

পরাণে মোর নতুন আশার গানগুলি
শীতের শেষে আনবে সে যে ফালগুনি
জানি আঁধার ভেঙ্গে জাগবে
নতুন দিনের গান নিয়ে ॥

প্রাণ ঝরণা বাঁধন হারা ভাঙ্গবে পাষাণ কারা-
মরুর ধুলা সবুজ হবে পেয়ে পুলক রসের ধারা !

বাণী যে তার শুনবো বলে কান পেতে রই—
শুক তারা কয়, সূর্য্য জাগে—ভোর হল ঐ
সে যে সবার প্রাণে জ্বালবে শিখা
আগুণ ভরা প্রাণ দিয়ে ॥

'সঞ্জীবনী' চিত্রের রূপায়নে আছেন :

সন্ধ্যারানী : উত্তমকুমার

জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা, প্রভা ও রেবা দেবী, প্রীতিধারা
গুরুদাস ও কানু বন্দ্যো, জীবেন বসু, ধীরাজ দাস

গৌরীশঙ্কর, গোপাল দে, নিশীথ সরকার
পরেশ বসু, দ্বিজেন ঘোষ, সুশান্ত রায়
ভূতনাথ মজুমদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এম·পি'র পরবর্ত্তী ছবি

বন্ধুপরিবার

কিন্তু পারিবারিক নয়, সার্ব্বজনীন
এর কাহিনীর আবেদন!

স্রেঃ পাহাড়ী সান্যাল ও বানী গাঙ্গুলী
কালী সরকার সুপ্রভা রায়
উত্তমকুমার সাবিত্রী ও রেখা
নেপাল নাগ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা: নির্ম্মল দে, সুর: উমাপতি শীল

কার পাপে?

মানুষের কাছে
মানুষের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা!

পরিচালনা: কালীপ্রসাদ ঘোষ
তত্ত্বাবধান: অগ্রদূত

ভূমিকায়?

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
ন্যাশন্যাল লিটেরেচার প্রেস (১০৬, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে মুদ্রিত।